সংবাদ

তারিখ 24 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

৮৬ লাখ ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে সহায়ক বই পাবে

রাকিব উদ্দিন

অভিভাবকদের আড়াইশ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে

নীতিভ্রষ্ট প্রকাশকদের বাণিজ্য বন্ধ হচ্ছে

২০১৩ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের সব শ্রেণীর (৬ষ্ঠ থেকে নবম) প্রায় ৮৬ লাখ ছাত্রছাত্রীই বিনামূল্যে পাবে সহায়ক বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বই। এতে সারাদেশের অভিভাবকদের প্রায় আড়াইশ কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। তাদের আর অত্যন্ত চড়ামূল্যে অসাধু ও নীতিভ্রষ্ট প্রকাশকদের কাছ থেকে সহায়ক গ্রামার বই কিনতে হবে না।

তবে শিক্ষা প্রশাসনের সিদ্ধান্তহীনতায় নতুন শিক্ষাবর্ষে সমমানের মাদ্রাসার দাখিল স্তরের শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে গ্রামার বই পাচ্ছেন না। তাদের বাজার থেকে অত্যন্ত চড়া দামে নিম্নমানের গ্রামার বই কিনেই পড়তে হবে। যদিও মাত্র ২৬ কোটি টাকা খরচ করেই দাখিল স্তরের সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে গ্রামার বই দিতে পারত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিন গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'এবার মাধ্যমিক স্তরের পুরো কারিকুলামই পরিবর্তন করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী সহায়ক গ্রামার ও ব্যাকরণ বইও সব শিক্ষার্থীকেই বিনামূল্যে দিতে চাই। কিন্তু সময়স্বল্পতা এবং বছরের এই সময়ে অর্থ জোগান দেয়া সম্ভব না হওয়ায় এবার মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সহায়ক বই বিনামূল্যে দেয়া যাচ্ছে না। তবে পরবর্তী বছর মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও বিনামূল্যে এই বই পাবে।'

এনসিটিবি জানায়, এবার মাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্রছাত্রী আছে ৮৫ লাখ ৫৫ হাজার ৯২৮ জন। মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীর কাছে দুটি করে বিনামূল্যের গ্রামার বই সরবরাহ করতে এনসিটিবির বরচ

বিনামূল্যে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বিনামূল্যে : সহায়ক বই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে মাত্র ৭২ কোটি টাকা। অথচ সরকারি বইয়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কাগজে ছাপা ও ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর একেকটি গ্রামার বই কিনতেই অভিভাবকদের গুনতে হয় কমপক্ষে ১৫০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত। তবে অসাধু প্রকাশকদের কাছ থেকে আগামী মাসোহারা নিয়ে বাণিজ্যনির্ভর স্কুলগুলোতে প্রতি বিষয়ের জন্য দুই থেকে চারটি গ্রামার বই পর্যন্ত কিনতে বাধ্য করা হয় শিক্ষার্থীদের। কিছু প্রতিষ্ঠানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ইংরেজি গ্রামার বইও পড়ানো হয়।

এনসিটিবির একজন বিশেষজ্ঞ হিসেব কষে জানান, 'মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর যেসব গ্রামার বই বাজারে বিক্রি হয় সেগুলোর একেকটির নূন্যতম মূল্য ১৫০ টাকা। বাংলা ও ইংরেজি দুটি গ্রামার বই কিনতে অভিভাবকদের খরচ হয় ৩০০ টাকা। ৮৫ লাখ ৫৫ হাজার ৯২৮ জন অভিভাবককে ৩০০ টাকা দিয়ে দুটি করে বই কিনলে মোট খরচ দাঁড়ায় প্রায় ২৫৬ কোটি টাকা।' আর এনসিটিবি মাত্র ৭২ কোটি টাকা খরচ করে সব শিক্ষার্থীকে মানসম্মত ও একই মানের গ্রামার বই সরবরাহ করতে পারছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অর্থ স্বল্পতার জন্য মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে গ্রামার বই দিতে পারছে না এনসিটিবি। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে গ্রামার বই দেয়ার পক্ষে নয়। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ২৬ কোটি টাকার সংস্থান করতে পারলে তাদের জন্যও বিনামূল্যের গ্রামার বই ছাপা সম্ভব হবে বলেও এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন সহায়ক বই বিনামূল্যে দেয়ার জন্য এনসিটিবির কাছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছিল। গতকাল এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি ও মাদ্রাসা বোর্ডের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিশেষ বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি কর্মকর্তারা। শিক্ষাক্রম পরিবর্তন, অর্থের অভাব ও বছরের অধিকাংশ সময় চলে যাওয়ায় একই সঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ডের সহায়ক বই দেয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন তারা।

এনসিটিবির উৎপাদন নিয়ন্ত্রক মোস্তাক আহমেদ ভূঞা 'সংবাদ'কে জানান, 'মাদ্রাসার দাখিল স্তরে মোট শিক্ষার্থী আছে প্রায় ৫ লাখ ৬৬ হাজার। তাদের প্রত্যেককেই মূল দুটি সহায়ক বই বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বই পড়তে হয়। এছাড়া র‍্যাপিড রিডার নামে যে সহায়ক বই বিক্রি হয় তা সরকারের অনুমোদন নিয়ে বর্তমান পদ্ধতিতেই ছাপা হবে।'

জানা যায়, প্রতি বছরই ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ ও মাদ্রাসা স্তরে ১১টি বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা সহায়ক বইয়ের অনুমোদন দেয় সরকার। এর আগে একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটি বই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। বইয়ের তালিকা চূড়ান্ত করে অনুমোদন দেয়া বইগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এনসিটিবি। এরপর নির্ধারিত মূল্যেই সারাদেশে বিভিন্ন স্কুলে এসব বই বিক্রি করে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। তবে রাজধানীসহ শহরের নামিদামি স্কুলে সহায়ক বইয়ের চাহিদা ব্যাপক হওয়ায় পুস্তক ব্যবসায়ীরা সারা বছর এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। বইয়ের অনুমোন পাওয়ার জন্য চলে নানামুখী তদবির। আবার অনুমোদন না পেলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, গভনিং বডি ও শিক্ষক সমিতিগুলোকে ম্যানেজ করে স্কুলে সহায়ক বইয়ের নামে ঢুকে পরে অনুমোদনহীন নিম্নমানের অসংখ্য সহায়ক বই। নিম্নমানের এসব বইয়ে থাকে ইতিহাস বিকৃতি ও ভুলের ছড়াছড়ি। তবে বিনামূল্যে সহায়ক বই বিতরণের সিদ্ধান্তে আগামী বছর থেকেই বই নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ড বন্ধ হবে।